যুগান্তর

তারিখ 24 JUL 2008
পৃঃ ৪ কলাম ৭

জিপিএ পদ্ধতি মেধা যাচাইয়ে সমস্যা

গত কয়েক বছর ধরে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল গ্রেডেশন পদ্ধতিতে (জিপিএ) প্রকাশ করা হচ্ছে, যা অনেক দেশে আগে থেকেই চালু রয়েছে। শিক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকায়নের অংশ হিসেবে গ্রেডেশন পদ্ধতিতে ফলাফল প্রকাশ নিঃসন্দেহে একটি ভালো উদ্যোগ, আমিও এ পদ্ধতিতে ফল প্রকাশের বিরোধী নই। কিন্তু অনেকের মতো আমিও এ পদ্ধতিকে আরও প্রতিযোগিতামূলক ও গ্রহণযোগ্য করে তোলার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছি।

বর্তমান পদ্ধতিতে ছাত্রছাত্রীদের মেধা যাচাইয়ের সুযোগ নেই। প্রতি বছর হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী জিপিএ-৫ পাচ্ছে এবং একই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছাত্রছাত্রী পাচ্ছে গোল্ডেন ৫। একজন ছাত্রছাত্রী কোন বিষয়ে ৮০ শতাংশের বেশি নম্বর পেলে গ্রেডেশন পদ্ধতিতে অ+ হিসেবে উল্লেখ করা হয়। এভাবে চতুর্থ বিষয়সহ ৫টি বিষয়ে অ+ এবং অপর ৪টি বিষয়ের প্রত্যেকটিতে শুধু অ পেলে জিপিএ-৫ হিসেবে গণ্য করা হয়। আর চতুর্থ বিষয়সহ ৯টি বিষয়ে অ+ পেলে গোল্ডেন ৫ হিসেবে গণ্য করা হয়। এক্ষেত্রে পরীক্ষার ফলাফলে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বরের কোন উল্লেখ থাকে না। মেধা তালিকা ও প্রাপ্ত নম্বর অনুসারে প্রথম থেকে দশম স্থান অধিকারীদের নামও প্রকাশ করা হয় না। কেউ জানতে পারে না কোন বোর্ডে কে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে প্রথম হয়েছে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্তির মাধ্যমে প্রথম থেকে দশম স্থান অধিকারের মধ্য দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের শুধু মেধা যাচাই হচ্ছে তা নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে সামাজিক, পারিবারিক মর্যাদা ও স্কুলের নাম।

তাই এ ব্যাপারে আমাদের প্রস্তাব হল, গ্রেডেশন পদ্ধতি ঠিক রেখে প্রতি বিষয়ের পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বরের পাশে জিপিএ উল্লেখ করা হোক। যেমন— গণিত ক-৮০ (অ+), খ-৯০ (অ+), গণিত-গ-৯৫ (অ+)। এভাবে সব বিষয়ের প্রাপ্ত মোট নম্বর অনুসারে প্রত্যেক বোর্ডে মেধা তালিকা প্রকাশ করা যেতে পারে। প্রত্যেক এলাকায় যেমন কিছু ভালো স্কুল-কলেজ আছে তেমনি কিছু অসাধারণ মেধাবী ছাত্রছাত্রীও আছে। নম্বর যুক্ত করে গ্রেডেশনের মাধ্যমে ফলাফল ও মেধা তালিকা প্রকাশের মাধ্যমে ওইসব ছাত্রছাত্রীর সঠিক মূল্যায়ন করা সম্ভব হবে।

মোঃ মফিজুল ইসলাম
ঢাকা